তফসিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৩৭(২) দ্রষ্টব্য]

১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে- সংজ্ঞা

(ক) "আইন" অর্থ "চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬";

(খ) "কর্তৃপক্ষ", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক", "কর্মকর্তা" এবং "কর্মচারী" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

(গ) "একাডেমিক কমিটি" অর্থ সংবিধির অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী গঠিত একাডেমিক কমিটি; এবং

(ঘ) "প্ল্যানিং কমিটি" অর্থ সংবিধির অনুচ্ছেদ ৪(৪) অনুযায়ী গঠিত প্ল্যানিং কমিটি।

২। (১) কোন অনুষদ উহার ডীন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে। অনুষদ

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ডীন, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের প্রধানগণ;

(গ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক;

(ঘ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক তিনজন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(ঙ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে-

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও অধ্যায়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে একাডেমিক কমিটি গঠন করা;

(খ) বিষয়সমূহের পরীক্ষার যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পরীক্ষকের নাম প্রেরণ করা;

(গ) ডিগ্রী, স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলী একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

একাডেমিক কমিটি

৩। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে একটি একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় প্রধান, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বিভাগের শিক্ষকগণ;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের নীচে নয় এমন একজন শিক্ষক;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে গবেষণা, বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(ঙ) কমিটি অব কোর্সেস এন্ড স্টাডিজ গঠন ও পরিচালনা করা একাডেমিক কমিটির দায়িত্বে থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি একাডেমিক কমিটি থাকিবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় প্রধান যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) পাঠদানকারী সকল শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক;

(গ) বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের একজন অধ্যাপক, এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে গবেষণা, বাণিজ্য, বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) একাডেমিক কমিটি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধান দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) একাডেমিক কমিটি বিভাগের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকদের নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) একাডেমিক কমিটি এর মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত সদস্যদের মনোনয়নের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) একাডেমিক কমিটির নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ তালিকা প্রণয়ন;

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ;

(ঘ) বিভাগীয় ছাত্রদের গবেষণা, থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বিভাগ

৪। (১) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সাধারণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং বিভাগীয় প্রধান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(২) বিভাগের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়াদি একাডেমিক কমিটি এবং প্ল্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৩) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) ছাত্র ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচী প্রণয়ন;

(গ) পরীক্ষা গ্রহণ;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলী।

(৪) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইবে।

(৫) প্ল্যানিং কমিটি বিভাগের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট প্রেরণসহ বিধান নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করিবে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি

৫। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;

(গ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন; এবং

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

সিলেকশন কমিটি

৬। (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঘ) অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন দুইজন বিশেষজ্ঞসহ চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন।

(২) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং অপর দুইজন সদস্য;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন।

(৩) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে সিলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কতৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন;

(ঙ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; এবং

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে সিলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কতৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(চ) সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান।

(৫) কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, কিংবা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি; যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ;

(গ) রেজিস্ট্রার;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(৬) কোন সিলেকশন কমিটির মনোনীত কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৭) সিলেকশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দান করিবে।

(৮) কোন সিলেকশন কমিটির সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত কমিটি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৯) সিলেকশন কমিটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিদ্বান বা পন্ডিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শর্ত সাপেক্ষে, অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে এবিং সিন্ডিকেট তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে।

অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য

৭। আইনের ধারা ৮ এ বর্ণিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধান দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক ন্যস্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

ডরমিটরী

৮। (১) ডরমিটরী তত্ত্বাবধায়ক সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে নিযুক্ত হইবেন।

(২) সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে, ডরমিটরীসমূহের নামকরণ করা হইবে।

হল

৯। (১) হলের প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্ট ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(২) সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের নামকরণ করিবে।

সম্মানসূচক ডিগ্রী

১০। কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে, উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা হইবে।

রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট

১১। (১) গ্রাজুয়েট হওয়ার পর কমপক্ষে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রাজুয়েট ২০০ (দুইশত) টাকা ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী দরখাস্তকারী ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশন ফিস প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদেরে রেজিস্টার হইতে তাঁহর নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ তালিকাভুক্ত থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি ২০০ (দুইশত) টাকা বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেনঃ

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট তাহার নাম রেজিস্ট্রিকরণের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে পনের বৎসরের বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট উপরি-উক্তভাবে রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার যে কোন সময়ে বার্ষিক ফিস বাবদ একত্রে এক হাজার টাকা প্রদান করিয়া অনুরূপ ফিস প্রদানের তারিখ হইতে আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বকেয়া ফিস পরিশোধ না করার কারণে যাহার নাম রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তিনি এককালীন এক হাজার টাকা পরিশোধ করিলে আজীবন সদস্যরূপে রেজিস্টার-ভুক্ত হইতে পারিবেন।

(৪) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফিস শিক্ষা বৎসরের যে কোন সময় প্রদান করিতে পারিবেন; তবে বিধান দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোন শিক্ষা বৎসরে বকেয়া ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৫) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট কোন শিক্ষা বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফিস পরিশোধ করেন।

(৬) বিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্তি পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফিস বাবদ ২০০ (দুইশত) টাকা প্রদান করা না হইলে পুনঃতালিকাভুক্তি ও পুনঃভর্তির কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৭) গ্রাজুয়েটদের তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য; এবং

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্য পদ্ধতি তৎকর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৯) তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-অনুচ্ছেন (৭) এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(১০) রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ বিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী হইবেন।

শিক্ষাক্রম

১২। আইন অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

পরিচালক (ভেটেরিনারি ক্লিনিকস)

১৩। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকস বিষয়ে অভিজ্ঞ ন্যূনতম অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (ভেটেরিনারি ক্লিনিকস) নিযুক্ত হইবেন।

পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ)

১৪। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে সিনিয়র বিষয়ে অধ্যাপকের পদমর্যাদাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) নিযুক্ত হইবেন।

পরিচালক (ফার্ম)

১৫। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, প্রাণী খামার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (ফার্ম) নিযুক্ত হইবেন।

পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম)

১৬। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন শিক্ষককে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) নিযুক্ত করিবেন।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

পরিচালক (শরীর চর্চা)

১৭। বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে ক্রীড়া ও শরীর চর্চা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন নব নিয়োগের মাধ্যমে কিংবা সমমর্যাদার শরীর চর্চা বিষয়ক কর্মকর্তা সিন্ডিকেট কর্তৃক পরিচালক (শরীর চর্চা) নিযুক্ত হইবেন।

পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ)

১৮। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শৃংখলা এবং শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

১৯। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, হিসাব কর্মকান্ডে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কোন শিক্ষক বা সমপদমর্যাদার কোন সরকারী কর্মকর্তা সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

২০। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কোন শিক্ষক বা সমপদমর্যাদার কোন সরকারী কর্মকর্তা সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর

২১।(১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

প্রভোষ্ট ও সহকারী প্রভোষ্ট

২২। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসন বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদী প্রভোষ্ট ও সহকারী প্রভোষ্ট নিযুক্ত হইবেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(২) প্রভোষ্ট ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের নির্বাহী কর্মকান্ড ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রভোষ্ট ও সহকারী প্রভোষ্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি

২৩। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি গঠন, ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

কোরাম

২৪। অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষ কমিটি বা সংস্থার সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কমিটি বা সংস্থার সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

অবসর

২৫। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে সিন্ডিকেট প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেঃ

তব শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ এক নাগাড়ে ২ (দুই) বৎসরের বেশী বৃদ্ধি করা যাইবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ধিত মেয়াদ গণ্য করা যাইবে না।

আর্থিক সুবিধা

২৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই ধরনের একাধিক দায়িত্ব একসঙ্গে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

আনুতোষিক

২৭। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে তাঁহাকে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে, তিনি যত বৎসরের চাকুরী করিয়াছেন উহার দ্বিগুন বৎসরের জন্য তাঁহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

অবসর ভাতা

২৮। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাঁহাকে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

২৯। (১) বিশ্ববিদ্যালয়, উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পূর্বে গঠিত ভবিষ্য তহবিলের কার্যকারিতা বিলোপ

৩০। এই সংবিধি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ কর্তৃক গঠিত কোন ভবিষ্য তহবিলের কার্যকারিতা এই সংবিধি প্রবর্তনের সংগে সংগে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উক্ত তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ উহার উপর অর্জিত সুদসহ অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

কল্যাণ তহবিল, ট্রাস্টি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

৩১। (১) বাংলাদেশ ভেটেরিনারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, অতঃপর কল্যাণ তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, নামে একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং উক্ত তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইবেঃ

তবে, শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন নাই তাহারা, বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথাঃ-

(ক) ৬০ (ষাট) বৎসরের বেশী বয়সে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি; এবং

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) শিক্ষক, মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূল বেতনের ১%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.১২৫%ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিন্ডিকেটের সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৫) কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে; ট্রাস্ট্রি বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন; তহবিলের টাকা প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৬) কোষাধ্যক্ষ প্রতি অর্থ-বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৭) কোষাধ্যক্ষ অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারী নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই তহবিলে হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৮) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৯) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১০) কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে। ট্রাস্টি বোর্ড আইন, অধ্যাদেশ এবং সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাঁহাকে, অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(খ) চাকুরীতে থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে; এবং

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাঁহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যে দিন তিনি উক্ত মঞ্জুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে উক্ত ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে;

(ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক মঞ্জুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন বা তদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষে আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাস্টি বোর্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংবিধির ব্যাখ্যা

৩২। এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.